R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেণ্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ই চৈত্র বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
২৮শে মার্চ্চ, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

ফরাক্কায় জ্যোতিবাবুর জনসভায় অভূতপূর্ব্ব ঘটনা

ধ্রুব চৌধুরী, ফরাক্কা : ২২ মারচ—বিকেল চারটায় ব্যারাজের ফুটবল মাঠে মুর্শিদাবাদ জেলার পঞ্চম গণতান্ত্রিক যুবফেডারেশনের সমাপ্তি দিবসে প্রকাশ্য অধিবেশন। সুসজ্জিত সালে লাল শালুতে ঢাকা মঞ্চ থেকে রকমারি বক্তৃতা। সংক্ষিপ্ত ভাবনে জঙ্গিপুর লোকসভার সদস্য শশাঙ্কশেখর সান্যাল (সম্বলবাবু) প্রথমেই কংগ্রেস (ই)র অর্থ বোঝালেন ছেলেদের মুখ দিয়ে মানে ইঁদুর কংগ্রেস। সি পি আই অর্থে জানালেন—ইন্দিরার সুদিনে মধু বা সুরার বোতলের ছিপি ইত্যাদি। তারপর বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা প্রসঙ্গ। ব্যস তাঁর যবনিকা। এম এল এ আবুল হাসনাৎ খানের সমস্যাবহুল আবেদন সাড়া জাগালো শ্রোতাদের মনে। মঞ্চে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। শুনছেন সব। খান সাহেবের আবেগধরা গলা : গঙ্গাভাঙ্গন, ফীডার ক্যানালের দৌলতে প্লাবিত এলাকার জল নিকাশী সমস্যা এবং সুপার থারমাল পাওয়ার ষ্টেশনের ব্যাপারে। সমাধানের আবেদন জানিয়ে শেষ। এলেন পার্টির জেলা সম্পাদক সত্যনারায়ণ চন্দ্র। প্রথম থেকেই গলা উচ্চগ্রামে। আঘাত হানলেন জমি দখলের ব্যাপারে উস্কানী-সন্দেহে কোন অলিখিত প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর আর মেদিনীপুরের বাসিন্দা সি পি আই প্রতিনিধির উপর। বক্তৃতার মধ্যে বলে চলেছেন তিনি আনন্দবাজার, যুগান্তর শুধু বিরোধী দলের বিবৃতিকে প্রাধান্য দিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তুষার দে এলেন। সংগ্রামী ভাষণ, গলাও বেশ মজবুত। কিন্তু সবই এক সুরে বাঁধা। সংগঠনকে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাকটিকিট চুরির প্রবণতা বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : মিরজাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়ের (ডাকঘর গণকর) একজন শিক্ষক অতি সম্প্রতি অদ্ভুত ধরনের একটি বেয়ারিং চিঠি পেয়েছেন। পঞ্চাশ পয়সা মাশুল দিয়ে বেয়ারিং চিঠিটি খুলে দেখা যায়, সেটি ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের একটি নিমন্ত্রণ পত্র। পরীক্ষা করে দেখা যায়, পোষ্ট করার সময় খামে ডাকটিকিট বসানো হয়েছিল। ধুলিয়ান ডাকঘরের চৌকোণা ছাপের একটি কোণা উঠেনি। এর পর সকলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ডাকটিকিট চুরি করা হয়েছে। ইতিপূর্বে ধুলিয়ান ডাকঘর থেকে অনুরূপভাবে ডাকটিকিট চুরির একটি ঘটনা জেলার একটি সংবাদপত্রে প্রকাশের পর বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছেন। এবং সেই তদন্ত শেষ না হতেই একই ডাকঘর থেকে পোষ্ট করা একটি খামের ডাকটিকিট খোয়া গেল দেখে অনেকেই ডাক ও তার বিভাগের সততা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছেন।

ধুলিয়ান পুরসভার নাগরিকদের দাবি

ধুলিয়ান, ২৮ মারচ—ধুলিয়ান শহরে ব্যাপকভাবে হাম ও বসন্ত রোগের প্রকোপ দেখা দেওয়ায় অবিলম্বে রোগ জীবাণু প্রতিষেধক টীকা ও ইনজেকসনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নাগরিকরা পুরসভার স্যানিটারী বিভাগের কাছে এই দাবি জানাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। বিভাগটি বর্তমানে হাম ও বসন্ত রোগ প্রতিরোধের পরিবর্তে শিশুস্থান পাহারায় রত রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। তাঁদের এই বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে নাগরিকরা পুরসভার কাছে দাবি জানাচ্ছেন, অবিলম্বে খামখেয়াল মুলতুবি রেখে জনজীবন রক্ষায় স্যানিটারী বিভাগকে সক্রিয় করা হোক। এ ছাড়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৫০০ ও ২৫০ টাকা হারে সাহায্যের যে সিদ্ধান্ত বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছেন, পুর কর্তৃপক্ষ সে সিদ্ধান্ত বানচাল করার উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য ১১০ ও

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বর্গাদারের সংঘর্ষ

সাগরদীঘি, ২৮ মারচ—বোখারা ২নং অঞ্চলের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে প্রাক্তন ও বর্তমান বর্গাদারের মধ্যে সাম্প্রতিক এক সংঘর্ষে কয়েকজন অল্পবিস্তর জখম হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বীরভূম জেলার নিধিয়া গ্রামের অম্বুজাক্ষ মণ্ডল

(শেষ পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য)

খাস জমি বণ্টনে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের কয়েকটি গ্রামে খাস জমি বণ্টন নিয়ে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি চলছে বলে অভিযোগ এসেছে। নিয়মানুযায়ী পঞ্চায়েত সদস্যদের পরামর্শক্রমে ভূমি বণ্টন সংক্রান্ত অফিস থেকে জমি বণ্টন করা হয়। পাট্টাতে মহকুমা শাসকের স্বাক্ষর থাকে। খবর মিলেছে, জমি বণ্টন নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে। এমনও দেখা গেছে যে, একই পরিবারের দু' তিনজন ব্যক্তি খাস জমি পেয়েছেন। অভিযোগকারীরা মহকুমা শাসককে এ ব্যাপারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

রকবাজির প্রবণতা

সাগরদীঘি, ২৮ মারচ—বেশ কিছুদিন ধরে সাগরদীঘি বাজারের কোন কোন কাপড় ও চায়ের দোকানে রকবাজ ছেলেদের অবাঞ্ছিত আড্ডা পথচারীদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এদের টিটকারির জ্বালায় মেয়েদের পথচলা দায় হয়ে পড়েছে। আগে এখানে এ ধরনের উৎপাত ছিল না। কিছুদিন থেকে বাইরের কিছু অবাঞ্ছিত যুবক এখানে এসে এখানকার উঠতি তরুণদের রকবাজ করে তুলেছে এবং এখনও তুলছে। থানা থেকে মাত্র

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ষ্টেট বাসে স্বেচ্ছাচার

নিজস্ব সংবাদদাতা : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের কোন কোন বাসকে নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে যথেচ্ছভাবে চলাচল করতে দেখা যাচ্ছে। বেপরোয়া এই বাসগুলি ৩৪নং জাতীয় সড়কে চলাচল করে থাকে। ২০ মারচ তাদের একটিকে (নং ডবলু জি টি ১২১১) দেখা গেছে রঘুনাথগঞ্জ ছাড়ার পর নির্দিষ্ট ষ্টপেজ আহিরণ আসার আগে আহিরণ হাটে দাঁড় করিয়ে দু'জন এবং আহিরণ ছেড়ে নির্দিষ্ট ষ্টপেজ সাজুর মোড় আসার আগে আহিরণ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পানীয় জলের অভাব

সাগরদীঘি, ২৮ মারচ—মনিগ্রাম অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণ গ্রামসভায় তীব্র পানীয় জলকষ্ট দেখা দিয়েছে। দীর্ঘ এক বছর ধরে অকেজো টিউবওয়েলগুলি মেরামতির অভাবে এই সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের সমস্ত নলকূপ এমন কি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নলকূপও দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, মেরামতির সরঞ্জাম এসে পড়ে রয়েছে, কিন্তু কাজে লাগছে না।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৮৫।

বিদ্যুৎ ও কেরোসিন

লোড শেডিং নামক শব্দটি বহুউক্ত ও বহুশ্রুত। নির্গলিতার্থ—বিদ্যুৎ সরবরাহ দফায় দফায় বন্ধ। ফল—নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বিজলী বাতির চমকে পুলকিত দর্শনেন্দ্রিয়-স্নায়ুসমূহ বিজলী ঝিলিক অভাবে বাতি জ্বালাইবার সার্বজনীন সভায় আধুনিক কেরোসিন বলিয়া চিহ্নিত এক অবিশুদ্ধ তরলের দাহাত্মিক আলোকসম্পাতকে মানিয়া লইতে নারাজ। রাজ্যের শহরাঞ্চলের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বহুলাংশে ব্যাহত। কাজকর্ম, উৎপাদন, সেবাদান ইত্যাদি বিপর্যস্ত। বিভিন্ন সময়ে বহু প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বাংলার গ্রামসমূহ ভাগ্যে বিদ্যুতায়ন হয় নাই। হইলে তাবৎ গ্রামগুলির মানুষকে বৈদ্যুতিক বলিকতা সহিতে হইত। অপদার্থ কেরোসিনও অপ্রাপ্তব্য। আগের মত মুদিখানার দোকানগুলিতে ইহা প্রয়োজনমত সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। কাঞ্চনকুলীনরা ইহার অভাববোধ করেন না। 'রামা কৈবর্ত,' 'রাজু সেখ' পাত্তা পাইবে কি প্রকারে? সম্বল রেশন কার্ড পিছু আধ লিটার ব্যবস্থা। তাই গ্রামের মানুষ ও শহরের মানুষ আজ 'দুই কোলে দুই কাঁদে'। কোথায় সেই হাতীমার্কা, চাবিমার্কা, চাকামার্কা নূতন টিনভরা কেরোসিন সরবরাহের জন্য গ্রাহকমন দিক্ করিবার বিজ্ঞাপনের দিনগুলি। এসো বলুন, ইন্‌ডিয়ান্ অয়েল বলুন আর বার্মা শেল বলুন শুধু স্মৃতিতে শেল হানে বুকে। তাহার উপর মুর্শিদাবাদ জেলায় গজাইয়া উঠিয়াছে তালুকা কেরোসিন ডিপো (টি কে ডি) নামক একটি সরবরাহকারী সংস্থা ফলে জেলার, বিশেষ করিয়া জঙ্গিপুর মহকুমার কেরোসিন সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হইয়াছে। ইহা আমাদের মনগড়া অভিযোগ নহে, তালুকা কেরোসিন ডিপোর বিরুদ্ধে নানা রকম দুর্নীতির অভিযোগ করিয়াছেন জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামক। শুধু অভিযোগই নহে, সংস্থাটির সম্পর্ক হইতে জঙ্গিপুর মহকুমাকে বিচ্ছিন্ন করিবার সুপারিশও করা হইয়াছে একই সঙ্গে। খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামকের ধারণা, সরাসরি মৌরিগ্রাম হইতে সরবরাহ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত হইলে মহকুমার কেরোসিন সঙ্কট নাকি কাটিয়া যাইবে।

বিদ্যুতের ব্যাপারে বেশী আলোচনা করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। ফরাক্কায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইলে কি হইবে তাহা পরের কথা। আপাততঃ বিদ্যুৎ সঙ্কট মোকাবিলায় কোন ফলপ্রসূ উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। সমালোচনা করিলে গোঁসা হইতেছে। এই অবস্থায় অন্ধকারকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিবার শপথ লওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মাৎস্যন্যায় প্রসঙ্গে

৭ মার্চ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত চিঠি-পত্র কলমে 'মাৎস্যন্যায়' শীর্ষক চিঠিতে আমাকে জড়িয়ে একটি মিথ্যা অভিযোগ তথাকথিত কিছু গ্রামবাসীর নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার পত্রিকা মারফৎ প্রকৃত ঘটনা জনসমক্ষে তুলে ধরতে চাই। গত ২১।২।৭৯ তারিখে আমি কুকোড়ীগ্রামে পঞ্চায়েতের কাজে গিয়েছিলাম। গ্রামের বেশীর ভাগ মানুষ তাদের চাষ করা পুকুরের মাছ ধরছিলেন। আমি আমার পঞ্চায়েতের কাজ শেষ করে আমার অফিসে ফিরে আসি। উক্ত মাছ ধরা বা বিক্রীর সংগে আমার কোন সম্পর্ক নাই। পরিশেষে পত্রলেখকদের উদ্দেশ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে প্রশ্ন করতে চাই যে পত্রিকায় উল্লেখিত দাগ আমার পরিচিত। আমি জানি উক্ত পুকুর ফাঁকা মাঠের মধ্যে অবস্থিত দীর্ঘদিনের সরকারী খাস সম্পত্তি। মাঠের মধ্যে একটি পুকুরে এক কুইন্টাল মাছ কি করে কোথা থেকে এলো এবং উল্লেখিত মাছই বা ঐ পুকুরে কে ছাড়ল? স্বাভাবিক বুদ্ধিতে এই চিন্তার উল্টো কথাই মনে হয়। আমি আমার চরিত্র হননের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। —অনিল মুখার্জী, জামুয়ার ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান।

বিদ্যুৎ অফিসে লোক কম

রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিসে বিদ্যুৎ বিলের টাকা নেওয়ার লোকের বড় অভাব। রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন গ্রাহকদের সুবিধার জন্য এই অফিসে আরো কয়েকজন কর্মী নিয়োগ করুন অথবা সপ্তাহে দু'দিনের পরিবর্ত্তে ছ'দিনই টাকা জমা নেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তাহলে হয়রানির হাত থেকে নাগরিকরা রেহাই পাবেন। টাকা জমা দিতে গিয়ে অন্যান্য কাজ ফেলে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার ঝামেলা আর সহ্য না।

— জনৈক নাগরিক

একটি শিল্পকীর্তির শতবর্ষ

সত্যনারায়ণ ভকত

স্বদেশী ষ্টিল ট্রাঙ্ক ম্যানুফ্যাকটরী আজ আর শুধু একটি ফার্মের নাম নয়, একটি শতাব্দীর নিরবিচ্ছিন্ন ইতিহাস। আজ থেকে একশ বছর আগে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, অধ্যাবসায় এবং কঠোর পরিশ্রমে মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ শহরে এই শিল্পের পত্তন করেন জংলী সাহা নামে বাইশ বছর বয়সের এক তরুণ। ১৮৭৯ থেকে ১৯৭৯—এই একশ বছরে তার গতি এখনও অব্যাহত। আজ এই ফার্ম জঙ্গলী সাহা এণ্ড সনস নামে সমধিক পরিচিত এবং জঙ্গলী সাহার বাক্স ক্রেতা সাধারণের কাছে সমাদৃত।

জঙ্গলী সাহা ছিলেন পাটনা জেলার অন্তর্গত বক্তিয়ারপুরের অধিবাসী। তাঁর বাবার নাম ছিল দুখন সাহা। অবস্থা তাঁদের মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে লাঠি, কম্বল, টুপি ইত্যাদি বিক্রী করে দুঃখন সাহা শুধুমাত্র নিজের অন্নসংস্থান করতেন। দেশের বাড়ীতে কোন টাকা পয়সা পাঠাতে পারতেন না। তখন জিয়াগঞ্জের নাম ছিল জিয়াগঞ্জ-বালুচর।

জঙ্গলী সাহা থাকতেন বক্তিয়ারপুরে গ্রামের বাড়ীতে। দিন এন দিন খেতে হত। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র বার বছর বয়সে তিনি জিয়াগঞ্জে আসেন বাবার কাছে। তাঁর বাবা তাকে দেখে বিরক্ত হন এবং তাড়িয়ে দেন। তিনি তখন জিয়াগঞ্জের পোষ্টমাষ্টারের বাড়ীতে বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া ইত্যাদির কাজ নেন। ধর্মীয় শোভাযাত্রায় পেট্রোম্যাক্স বয়েও তিনি বাড়তি কিছু রোজগার করতেন। সেই সময় জিয়াগঞ্জ শহর কাঁসা ও পিতল শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। জঙ্গলী সাহা কাঁসা-পিতল কারখানার আবর্জনা থেকে ভাঙা কাঁসা-পিতল কুড়িয়ে অর্থ সংগ্রহ করতেন। তখনকার দিনে লাঠি ও কম্বলের প্রচলন ছিল। বহু লোক এই দুটি জিনিস ফেরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। জঙ্গলী সাহাও লাঠি ও কম্বল ফেরি করতে যেতেন বহরমপুরে। এভাবে তিনি অর্থ সংগ্রহ করতেন।

জঙ্গলী সাহার বাবা ট্রাঙ্ক মেরামতির কাজ জানতেন। সেই সুবাদে অনেকেই তাঁর দোকানে ট্রাঙ্ক সারাতে আসতেন একবার এক মিশনারী এলেন ট্রাঙ্ক মেরামত করাতে। জঙ্গলী সাহা মেরামতির কাজ দেখলেন এবং ফরমুলা ভালো করে দেখে রাখলেন। পরে সেই ফরমুলা অনুযায়ী তিনি একটি ট্রাঙ্ক তৈরী করেন এবং সেটি বিক্রী করে বেশ লাভ করেন। তখনই তাঁর মাথায় ট্রাঙ্ক কারখানা স্থাপনের চিন্তা আসে। এভাবে দশ বছরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলায় সর্বপ্রথম তিনি ট্রাঙ্ক তৈরীর কারখানা স্থাপন করেন। দেশ থেকে লোক আনিয়ে হাতে কলমে কাজ শিখিয়ে তিনি শ্রমিকের অভাব পূরণ করেন। এর পর তিনি আত্মনিয়োগ করেন ব্যবসায় সংগঠনের কাজে। এ কাজে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন সখীচরণ মজুমদার। তখন জিয়াগঞ্জে মাত্র তিনজন গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। সখীচরণ মজুমদার ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। জঙ্গলী সাহা ছিলেন নিরক্ষর। তাই তিনি সখীচরণ মজুমদারকে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। বহরমপুরের রাখালচন্দ্র সাহা নামে একজন ব্যবসায়ীকে তিনি এজেন্ট নিয়োগ করেন

জঙ্গলী সাহার কারখানায় তৈরী বাক্স অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষে এবং বিদেশে সমাদর লাভ করে। ইংলণ্ডের থ্যাকারের ডাইরেকটারীতে পৃথিবীর বিভিন্ন ফার্মের সঙ্গে জঙ্গলী সাহার ফার্ম স্থান লাভ করে। বৃটিশ সরকার তাঁর কাছ থেকে অধিকাংশ আলমারী, ষ্টিল ট্রাঙ্ক, ড্রাম, সুটকেশ ইত্যাদি কিনতেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতেন জিয়াগঞ্জ খ্রীষ্টীয় সেবাসদনের (লণ্ডন মিশনের) প্রতিষ্ঠাতা জে এ জয়েস। জয়েস ছিলেন জঙ্গলী সাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ১৯০৯ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারী তারিখে জয়েস একটি চিঠিতে তাঁর হয়ে অন্যের কাছে সুপারিশ করছেন দেখা যায়।

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের উদ্যোগ

১৯ মার্চ কান্দী সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থার অন্তর্গত মুখ্য গ্রাম বহুড়ায় ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের উদ্যোগে একটি সার উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসবের উদ্বোধন ও সভাপতিত্ব করেন কান্দী রাজ কলেজের অধ্যক্ষ অমিয়গোপাল সান্যাল। কান্দী মহকুমা কৃষি আধিকারিক বিনয়কৃষ্ণ দাস অধিকারী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এই সার উৎসবে স্থানীয় কৃষকরা চাষবাস সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন করেন এবং যথাযথ উত্তর দেন এই প্রকল্পের সহ-কৃষিবিদ্ সুরেন্দ্রপ্রতাপ সিং ও অন্যান্য কৃষি বিশেষজ্ঞ। উৎসবের উদ্দেশ্য ও প্রকল্পের কর্মসূচী সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই সার উৎসবে কান্দী এবং বড়ঞা ব্লকের প্রায় ৩৫০ জন কৃষক অংশ গ্রহণ করেন।

এ পক্ষের চাষবাস

১লা—১৫ই চৈত্র

বোরো ধান ঃ

নাবিতে বোয়া বোরো ধানের ক্ষেতে থোড় অ'সার মুখে দ্বিতীয়বার চাপান সার দিন। প্রতি একরে সার লাগবে স্বল্পমেয়াদী জাতে ১০ কেজি, মাঝারি মেয়াদী জাতে ১২ কেজি ও দেশী উন্নত জাতে ৮ কেজি নাইট্রোজেন। বোরো ধানের ক্ষেতে ফুল আসার পরে পরে গন্ধীপোকার আক্রমণ হ'তে পারে। গন্ধীপোকার দমনের জন্য একর প্রতি ১২ কেজি হারে বি, এইচ, সি ১০% গুঁড়ো ছড়ান।

আউশ ও বোনা আমনের জন্য এখন থেকে জমি তৈরী শুরু করুন। আগাম বৃষ্টির সুযোগ পেলে উত্তর বাংলায় এখনই আউশ ধান বোনা চলবে। ঐ অঞ্চলের উপযোগী অধিকফলনশীল জাতের ধানগুলি হ'ল —আই, ই, টি-১৪৪৬, আই, ই, টি-২২২২, আই, ই, টি-২৫০৮, আই, ই, টি-৮২৬, পলমন-৫৭১ এবং সি, আর-১২৬ ৪২-১। জমি তৈরীর সময় সার লাগবে একরে ৫ কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ। বীজ লাগবে একরে ২৫-৩০ কেজি।

পাট ঃ

এ পক্ষের মধ্যে নীচু সরস জমিতে সোনালী ও কম বৃষ্টিপাত এলাকার উঁচু জমিতে চৈতালী জাতের পাট বোনা শেষ করুন। এছাড়া এখন মাঝারি ও সরস জমিতে ঢাকাই, মাঝারি উঁচু জমিতে বাসুদেব ও নবীন জাতের পাট বোনা চলবে। সোনালী ও ঢাকাই-এর জমিতে একর প্রতি ৭½-১২½ কেজি হারে ফসফেট ও ঐ পরিমাণে পটাশ দিয়ে জমি তৈরী করুন। অন্যান্য জাতের পাট জমি তৈরী সময় একরে ৫-৯ কেজি ফসফেট এবং ঐ পরিমাণে পটাশ দিন।

তিল ঃ

চারা ১৫-২০ দিনের হলে জমিতে নিড়ান দিয়ে আগাছা তুলে ফেলুন এবং বাড়তি চারা তুলে ফেলে গাছ পাতলা করে দিন। বিছা পোকা বা লেদা পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করলে প্রতি লিটার জলে ১½ মি, লি, এণ্ডোসালফান ৩৫ ই, সি, (থায়োডান ৩৫ ই, সি,) বা ২ মি, লি, ফেনিট্রোথায়ান (ফলিথায়ন বা সুমিথায়ন) মিলিয়ে স্প্রে করুন।

গম ঃ

ক্ষেতে বুনো জই, ফ্যালাঘাস, করাত ঘাস প্রভৃতি আগাছা দেখলে বীজ পাকার আগেই গোড়া সমেত তুলে পুড়িয়ে ফেলুন।

শাক-সব্জী ঃ

গ্রীষ্মকালীন শাক-সব্জীর ক্ষেতে সময়মত সেচ ও নিড়ানী দিন। মাঘ মাসে লাগানো লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, শশা ইত্যাদির ক্ষেতে ৬-৮ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয়-বার এবং ফাল্গুনে লাগানো ঐ সব ক্ষেতে ৩-৪ সপ্তাহ পরে প্রথমবার একরে ৬ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিন।

naa/
ভারত-জার্মান
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭১

বিক্ষোভ মিছিল

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ মার্চ—জঙ্গিপুর পুরসভায় স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে আজ সি পি এমের পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে। এবং উপপুরপতি ও মহকুমা শাসকের কাছে কয়েক দফা দাবী সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করে।

একটি শিল্পকীর্তির শতবর্ষ

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গলী সাহা এভাবে তাঁর ব্যবসায়ের প্রসার ঘটান। সরকারের কাছ থেকে তিনি মোট ৩৬টি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক লাভ করেন। ফারমের স্বদেশী ষ্টিল ট্রাঙ্ক ম্যানুফ্যাকটরী নামকরণ করেন স্যর সুরেন্দ্রনাথ। তিনি জিয়াগঞ্জে আসলে জঙ্গলী সাহার অনুরোধে কারখানা পরিদর্শনে আসেন। তাঁকে লাল শালুর উপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জঙ্গলী সাহার অধ্যাবসায়ে মুগ্ধ হয়ে তিনি ফারমের ওই নামকরণ করেন। ওই নামেই এখনও চলছে।

৫০ বছর আগে একই নামে বহরমপুরে কারখানার একটি শাখা খোলা হয়েছে। তবে আগের সেই রমরমা আর নেই। দেশ বিভাগ এই ফারমের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। পূর্ববঙ্গে ভাল বাজার ছিল, চাহিদাও ছিল যথেষ্ট। দেশ বিভাগের আগে উৎপাদনের সিংহভাগই রফতানি হত সেখানে। বিদেশেও বাকশ যেত। সর্বশেষ অরডারটি এসেছিল এডেন থেকে। একেবারে গোড়ার দিকে কারখানায় শ্রমিক ছিলেন ১৫০ জন। একজন শ্রমিকের দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩।৪টি বাকস। দেশ বিভাগের পর শ্রমিক সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসে। এখন কাজ করেন মাত্র ৪ জন। এর কারণ সম্পর্কে জঙ্গলী সাহার পৌত্র সত্যনারায়ণ সাহা জানান, আর কেউ কাজ শিখতে চাইছেন না। কাজেই নূতন শ্রমিক তৈরী হচ্ছে না। পুরনো লোক নিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে।

জঙ্গলী সাহা ব্যক্তিগত উদ্যোগে একশ বছর আগে যে ফারম প্রতিষ্ঠা করেন আজও তা চলছে—এটা কম গর্বের বিষয় নয়। জীবন ও জীবিকার ধারা এই একটি শতাব্দীতে বহু পালটে গেলেও তাঁর আদর্শ অনেককে অনুপ্রাণিত করুক, স্বদেশী ষ্টিল ম্যানুফ্যাকটরীর শতবর্ষ পূর্তির অবসরে এই আশা রাখি।

ব্লক যুব উৎসব

সাগরদীঘি, ২৮ মার্চ—২৪, ২৫, ২৬ মার্চ সাগরদীঘি ব্লক যুব করণ ও যুব উৎসব কমিটির উদ্যোগে সাগরদীঘি ব্লক যুব উৎসব উদ্‌যাপিত হয় স্থানীয় এস এন হাই স্কুল ময়দানে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন শিশু দিবস, অপসংস্কৃতি ও বেকার বিরোধী দিবসরূপে পালিত হয়। এই উপলক্ষে নাটক সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক, আবৃত্তি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ২৭ মার্চ মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ সদস্য গিয়াসুদ্দিন মিরজার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী সভায় পুরস্কার বিতরণ করেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে।

স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প

মিরজাপুর, ২৪ মার্চ—রঘুনাথগঞ্জ ১ নং সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে গতকাল শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব প্রাঙ্গণে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প বিষয়ে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডের পৌরোহিত্যে।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, বিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

মিত্র বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া
(মুর্শিদাবাদ)
ধুতি, শাড়ি, শার্টিং, কোটিং
রেডিমেড ও শীতবস্ত্র সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বহরমপুর—ফরাক্কা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ফরাক্কায় জ্যোতিবাবু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শক্তিশালী এবং সম্প্রসারিত করার ভাষণই বেশী। নইলে দাবী আদায় অসম্ভব। এখানে ওখানে সকলে যা শুনছেন সেই সব কথাই। তবে জনৈক বক্তা মরিচ ঝাঁপির আদলে ভগবানগোলা থানার এবং সামসেরগঞ্জ থানার কোন কোন চর এলাকায় উদ্বাস্তুদের জোর করে বসিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যা জীইয়ে রাখার চেষ্টা করছেন বলে গুরুতর অভিযোগ করলেন। অনূর্ধ্ব পঁচিশ হাজার শ্রোতার প্রতীক্ষিত বক্তা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বক্তৃতা দিতে উঠে সকলকেই অভিনন্দন জানালেন। সময় তখন সওয়া পাঁচটা মিনিট কয়েক বক্তৃতা দিতেই অসহিষ্ণু শ্রোতার দল দলে দলে স্থান ত্যাগ শুরু করলেন, যা কখনো জ্যোতিবাবুর সভায় দেখা যায়নি। হুড় হুড় করে গোটা মাঠ দাঁড়িয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মুখে। কমরেডরা আন্তরিক চেষ্টা চালাচ্ছেন এই দৃশ্য থামাতে। প্যাকেজড প্ল্যানটের পাশ দিয়ে লোক আর বন্ধ করে না স্থান ত্যাগ। শুরু হলো উত্তরে। দেখা গেল স্থান ত্যাগ বন্ধ করতে ডজন ডজন পুলিশ আর অফিসার লাঠি ধরাধরি করে শ্রোতাদের বেরিয়ে যাবার পথবন্ধ করে আটকাবার চেষ্টা করছেন মাঠের মধ্যে। পথে পুলিশের ব্যারিকেট। জ্যোতি বসু বলে চলেছেন একে একে তাঁদের কৃতিত্বের কথা, মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর থেকে মায় সর্বনাশা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মফঃস্বলবাসীদের কলকাতায় ভিখারী না-সাজার কথা। বন্যা প্রতিরোধে, বিভিন্ন মাষ্টার প্ল্যান (কান্দীরও বটে) গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধ সমস্যা এবং সমস্যা রকমারি। আনন্দবাজার পত্রিকার কেচ্ছা গেয়ে ষষ্ঠীপুজো করলেন। শুধু বর্তমান খুন, ডাকাতি, চুরি, রাহাজানি, বলাৎকার, শ্লীলতাহানিকেই ফ্রন্ট পেজ নিউজ করে দিচ্ছে। বর্তমান সরকারের কৃতিত্বমূলক সংবাদ ঐ কাগজটিতে তেমন আমল দেওয়া হয়নি, ইত্যাদি। ফরাক্কায় বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তাঁদেরই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হতে চলেছে বলে জানালেন। জানালেন ভূমি দখলে অধুনা বাধা সৃষ্টির এবং সমাধানের কথা। অপারেশন বর্গার কথাও বললেন। বললেন সবই।

রকবাজির প্রবণতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১০০ গজের মধ্যে পুলিশের নাকের ডগায় ওই সমস্ত রকবাজদের আড্ডা ভাঙতে পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে আতঙ্কিত করে তুলছে। এ ব্যাপারে তারা জেলা পুলিশ সুপারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

ষ্টেট বাসে স্বেচ্ছাচার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্রীজে দাঁড় করিয়ে একজন যাত্রী নামাতে। বাসযাত্রী জনৈক সাংবাদিক বাস কণ্ডাক্টরকে এই ধরনের বেআইনী কাজের কারণ জানতে চেয়ে সদুত্তর পাননি বলে জানিয়েছেন।

পুরসভার নাগরিকদের দাবি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৫৫ টাকা হারে ক্ষতিপূরণ বণ্টনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেই মত সাহায্য বণ্টন শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, তাঁরা যে তালিকা তৈরী করছেন তাতে প্রকৃত দুঃস্থ ক্ষতিগ্রস্তেরা বাদ পড়ছেন। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হলে কর্তৃপক্ষ নতুন তালিকা তৈরীর প্রতিশ্রুতি দেন। নাগরিকদের দাবি, সততার সঙ্গে [illegible] ব্যবস্থা করা হোক।

বর্গাদারের সংঘর্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নামে এক ভদ্রলোকের কিছু জমি আছে সাগরদীঘি থানার ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে। দশ বছর আগে একজন বর্গাদার সেই জমি চাষ করতেন। গত বছর পর্যন্ত তিনি অন্যত্র ছিলেন। পরে ওই জমিতে অন্য একজন বর্গাদার নিযুক্ত হন। আগের বর্গাদার ওই জমি দাবি করলে স্থানীয় ভূমি সংস্কার অফিসে একটি মামলা রুজু হয়। ভাগচাষ অফিসার বর্তমান বর্গাদারকে ওই জমির স্বত্ব দেন। স্বত্ব পেয়ে তিনি জমিতে কুমড়ো চাষ করেন। ১৮ মার্চ প্রাক্তন বর্গাদার জমি থেকে কুমড়ো চারা তুলতে শুরু করলে বর্তমান বর্গাদার নিষেধ করেন। কিন্তু কোন ফল না হওয়াতে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বাধে। তীর, লাঠি ও বল্লমের আঘাতে কয়েকজন জখম হন। সংঘর্ষের পেছনে দুটি রাজনৈতিক দলের উস্কানি আছে ব'লে শোনা যাচ্ছে।

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। ল্যানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি. কে. সেন এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা
নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Godrej

"The quality is never an accident.
But it is always the result of an important efforts"

উক্তিটির সার্থক রূপকার গোদরেজ। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

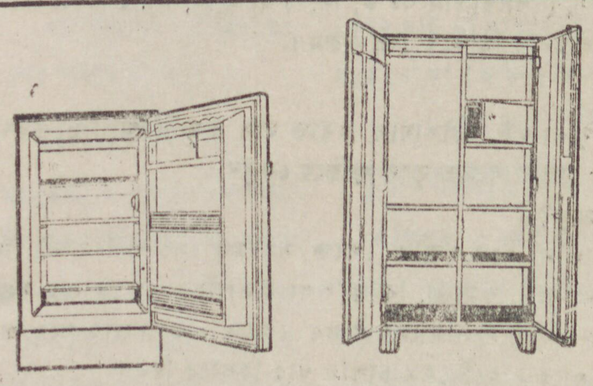

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ

বোলপুর ★ বীরভুম

পিন : ৭৩১২০৪

ফোন নং ২৪১